বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২১ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা, ২৫৯-২৬২
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশে পেঁয়াজ অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি: একটি পর্যালোচনা

মোঃ সাইদুর রহমান*

পেঁয়াজ বাংলাদেশের মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর একটি অন্যতম খাদ্য উপকরণ। রসুন এবং আদার কদরও প্রায় সমানতালে চলে। তরকারিতে পেঁয়াজ না হলে বা কম হলে যেন চলেই না। মজাদার খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে পবিত্র রমজান ও কোরবানির ঈদের সময়ে পেঁয়াজ এক অপরিহার্য পণ্য। সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও ধারণা করা হয় যে, বাংলাদেশে সারা বছর ২৪ লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজের চাহিদা রয়েছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান (বিবিএস, ২০১৮) এর তথ্য অনুযায়ী দেশে মোট উৎপাদিত পেঁয়াজের পরিমাণ ১৭.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যা বিগত বছরে ছিল ১৮.৬৭ মেট্রিক টন। আর আমদানি করা হয় প্রায় ১১ লক্ষ মেট্রিক টন (সারণি-১)।

হিসাবে কিছুটা গড়মিল মনে হলেও পচনশীল পণ্য বিবেচনায় বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ কিছুটা বেশি রাখার চেষ্টা সঙ্গত কারণেই খুব স্বাভাবিক। গত বছর এপ্রিল মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে কৃষকের নিজস্ব পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা পেঁয়াজ পচে যায়। বাজারে দেশীয় পেঁয়াজ ঘাটতির মূল কারণ এটি। আর দ্বিতীয় কারণ হিসেবে দেখা হয় অতিমাত্রায় আমদানিনির্ভরতা। মূলত পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত থেকেই সিংহভাগ পেঁয়াজ আমদানি করা হয়ে থাকে। মিয়ানমার, মিসর, তুরস্ক থেকেও কিছু পেঁয়াজ আমদানি করা হয়। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ভারতে পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বাংলাদেশের বাজারেও এর প্রভাব লক্ষ করা যায়। কয়েক দিনের ব্যবধানেই কেজিপ্রতি দাম ৪০-৪৫ টাকা থেকে ৫৫-৬০ টাকা হয়ে যায়। হঠাৎ করে ১৩ সেপ্টেম্বর ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অব ট্রেড (ডিজিএফটি) ঘোষণা করেন যে, ভারত থেকে রপ্তানি করা পিয়াজের দাম টনপ্রতি সর্বনিম্ন মূল্য হবে ৮৫০ ডলার, যা পূর্বে ছিল ৩৫০ ডলার। ভারত সরকার তাদের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই দাম বাড়ার বিষয়টি আমলে নিয়ে প্রথমে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল নেয় এবং পরে তাদের ভোক্তাদের চাহিদা অটুট রাখার স্বার্থে গত ২৯ সেপ্টেম্বর হঠাৎ করে পেঁয়াজ আর রপ্তানি করা হবে না বলে জানিয়ে দেয়। এমনকি পূর্বের অর্ডারও বাতিল করে দেয়। এর সাথে যোগ হয় কিছুসংখ্যক অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীর অসাধু

* অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; সদস্য, কার্যনির্বাহক কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; ফোন: ০১৭৩৩ ৯৮০ ৪২৮, ই-মেইল: saidurbau@yahoo.com

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু-দর্শন ও মানব উন্নয়ন" শীর্ষক খুলনা আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত, ২৩ নভেম্বর ২০১৯

সারণি-১: বাংলাদেশে বিগত ১০ বছরে পেয়াজ, রসুন এবং আদার আবাদি জমির আয়তন, উৎপাদনের পরিমাণ এবং আমদানির পরিমাণ নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো:

উৎপাদন বছর	পেঁয়াজ আবাদি জমির আয়তন (একর)	উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন)	আমদানির পরিমাণ (মেট্রিক টন)	রসুন আবাদি জমির আয়তন (একর)	উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন)	আমদানির পরিমাণ (মেট্রিক টন)	আদা আবাদি জমির আয়তন (একর)	উৎপাদন পরিমাণ (মেট্রিক টন)	আমদানি পরিমাণ (মেট্রিক টন)
২০০৮-০৯	২৬৬০০০	৭৩৫০০০	১১৩৪৬৮.০১	৮৫০০০	১৫৫০০০	৬৩৯৯০.৬২	২২২৮২	৭২৬০৮	এনএ
২০০৯-১০	২৯১০০০	৮৭২০০০	৭৩৬৮৭.৩৮	৯২০০০	১৬৪০০০	৫৬৬২.০১	২২৪০৩	৭৪৮৪১	এনএ
২০১০-১১	৩১৬০০০	১০৫২০০০	১৬০৯৮.০০	১০৪০০০	২০৯০০০	৩৪৩১৬.২৪	২২৫২৭	৭৪৩৮০	এনএ
২০১১-১২	৩৩৫০০০	১১৫৯০০০	২২৮৮৩.৬৮	১০৯০০০	২৩৪০০০	৪৮৭২৬.৬৬	২২৫২৮	৭২০৮৪	এনএ
২০১২-১৩	৩৩২০০০	১১৬৮০০০	৪৭৭৩৫.৬০	১০৫০০০	২২৪০০০	২০৮১৭.৭৯	২২০৯৪	৬৮৮৫৫	এনএ
২০১৩-১৪	৩৭৩০০০	১৩৮৭০০০	৪৩০০০.০০	১৩১০০০	৩১২০০০	৬৩২২৮.০৫	২৩৪৭২	৭৭০৫২	এনএ
২০১৪-১৫	৪১৯০০০	১৭০৪০০০	৪২৩৪১০.৭০	১৪১০০০	৩৪৬০০০	৭৪৮৯.৯০	২৫২৪৬	৮৩০০৪	এনএ
২০১৫-১৬	৪৩৮০০০	১৭৩৫০০০	৫৭৬০৯৩.৯০	১৫০০০০	৩৮২০০০	৩৮২১৯.৪৩	২২৪০০	৭৭২৯০	এনএ
২০১৬-১৭	৪৫৯০০০	১৮৬৭০০০	১০৯৮৪২২.১	১৬৪০০০	৪২৫০০০	৫৪৭৯০.৩০	২২৯৯৮	৭৭৪৭৮	এনএ
২০১৭-১৮	৪৪১০০০	১৭৩৭৭১৪	১০৬৪৩৪৬.৬	১৭৬০০০	৪৬১৯৭০	৭০২০৯.১০	২৩৭৪৫	৭৯৪৩৮	এনএ

তথ্যসূত্র: বিবিএস কৃষি পরিসংখ্যান, ২০১৩, ২০১৬ এবং ২০১৮; বি. দ্র. এনএ অর্থ তথ্য পাওয়া যায়নি

আচরণ। ফলে বাংলাদেশে পেঁয়াজের দাম কেজিপ্রতি ১২০ টাকা পর্যন্ত উঠে যায়। এক মাসের ব্যবধানে এখন বিক্রি হচ্ছে প্রতি কেজি ২০০-২৫০ টাকায়। এতে বিপাকে পড়েন লাখ লাখ ভোক্তা, যারা তাদের রান্নাবান্নায় প্রচুর পরিমাণ পেঁয়াজ ব্যবহার করে অভ্যস্ত। বাজার অস্থিতিশীল হওয়ায় সরকারকেও পেঁয়াজের বাজারের লাগাম ধরতে 'ব্যর্থ' বলে তকমা নিতে হয়। মিডিয়ার ব্যাপক প্রচারে সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ নড়েচড়ে বসে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। টিসিবি প্রতিদিন ঢাকা শহরে ৫ টন করে পেঁয়াজ ৪৫ টাকা কেজিদরে খোলাবাজারে বিক্রির ঘোষণা দেয়। শুধু ঢাকা শহরে খোলাবাজারে পেঁয়াজ বিক্রি করার ঘোষণায় চট্টগ্রামসহ অন্য জেলাশহরের ভোক্তারা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান। ফলে পেঁয়াজের উচ্চদামের বিষয়টি সরকারকে ভীষণ বিপাকে ফেলে দেয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, ২০০৭-০৮ সালে নিজস্ব ভোক্তাদের কথা বলে চাল রপ্তানি নিয়ে ভারত একই কাজ করেছিল এবং ২০১৫ ও ২০১৭ সালে পেঁয়াজ রপ্তানিতেও ভারত হঠাৎ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, যার প্রভাবে বাজারদর বেড়ে গিয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বন্ধুপ্রতিম দেশ ভারতের এহেন বৈরী আচরণ এ দেশের মানুষকে দারুণভাবে ব্যথিত করে; সাথে সাথে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বেশি নির্ভরশীলতার সুযোগ যাতে কেউ না নিতে পারে, তার জন্য আভ্যন্তরীণ সক্ষমতাও বাড়ানো প্রয়োজন। তা না-হলে বাজার অস্থিতিশীল হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং এর দায় সরকারের পক্ষে এড়ানোও কঠিন। এখানে বলে রাখা ভালো যে, ভারতে বার্ষিক পেঁয়াজ উৎপাদনের পরিমাণ ২২-২৩ মিলিয়ন টন, যা গোটা পৃথিবীর পেঁয়াজ উৎপাদনের ২৫ শতাংশ এবং ২০১৮ সালে ভারত ১৯ লক্ষ ৯০ হাজার টন পেঁয়াজ রপ্তানি করেছে (তথ্যসূত্র: মশিউল আলম, প্রথম আলো)।

মিয়ানমার, মিসর এবং তুরস্ক থেকে ১ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ আমদানির উদ্যোগ এবং গত কয়েক দিনে জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উদ্যোগে বাজার তদারকির নামে অভিযান পরিচালনা করায় পেয়াজের ঝাঁজ কিছুটা কমে এসেছে। এটি নেহায়েত সাময়িক পদক্ষেপ এবং সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে এর চেয়ে বেশি কিছু করা যায় না। হঠাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এহেন আচরণে একটু বাড়াবাড়ি হলে বাজার আরও অস্থিতিশীল হওয়ার ঝুঁকিতে পরতে পারে। তাছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ইন্ডিয়া ইকোনমিক সামিটে যোগদানের পর ভারত-বাংলাদেশ ব্যবসায়ী ফোরমের অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে ভারত থেকে পেঁয়াজ রপ্তানির খবর যথাসম্ভব পূর্বে বাংলাদেশকে জানানো হলে ভালো হতো বলে বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত অভিমত ব্যক্ত করায় তার প্রভাব পেঁয়াজের বাজার স্থিতিশীল হতে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাজার মনিটরিং ও অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে উদ্ভূত পরিস্থিতির সাময়িক সমাধানের পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন যদিও এগুলো কোনো দীর্ঘস্থায়ী সমাধান নয়। দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের নিমিত্তে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে তা হলো:

১। পেঁয়াজকে শুধু মসলা পণ্য হিসেবে গণ্য করলেই চলবে না বরং বিদ্যমান স্বল্পসুদে (৪ শতাশ হারে) ঋণ সুবিধার পরিধির ব্যাপক বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে বেশিসংখ্যক কৃষক পেঁয়াজ উৎপাদনে উৎসাহী হন এবং এতে পেঁয়াজের আভ্যন্তরীণ সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে; ২। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কৃষিবিপণন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সঠিকভাবে পেঁয়াজের চাহিদা নিরূপণ করে দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পেঁয়াজ উৎপাদনকারী একাধিক দেশ থেকে সঠিক পরিকল্পণা অনুযায়ী তা সঠিক সময়ে আমদানির উদ্যোগ নিতে হবে; ৩। নিয়মিত বাজার তদারকির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযান বছরব্যাপী অব্যাহত রাখতে হবে; ৪। দেশীয় পেঁয়াজ সংরক্ষণের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণায় বিনিয়োগসহ উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে কৃষককে উৎসাহিত করতে হবে; ৫। ব্যবসায়ীদেরকে শুধু

দোষারোপ না করে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলে বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে; ৬। কৃষক উৎপাদন মৌসুমে যেন ভালো দাম পান, তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে ন্যূনতম দাম নির্ধারণ আমদানি নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্যোগ নিতে হবে। এ বছর ভালো দাম পেলে আগামী বছর বেশি পেঁয়াজ উৎপাদনে কৃষকেরা এগিয়ে আসবেন; ৭। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে বাজারে পেঁয়াজের জোগান বৃদ্ধি পেলে দাম কমে আসবে, সেটা স্বাভাবিক; কিন্তু সে জোগান যেন কেউ বাধাগ্রস্থ না করতে পারে, তার জন্য রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা রাখতে হবে; ৮। দাম কিছুটা বাড়লেই খুচরো ব্যবসায়ী ও ভোক্তারা যেন হুজুগে বেশি মাত্রায় ক্রয় করে মজুত না করেন, তার জন্য সচেতনতা তৈরি করতে হবে; ৯। মৌসুমে পেঁয়াজের দাম যাতে খুব বেশি কমে না যায়, তার জন্য পেঁয়াজচাষিদের উৎপাদনখরচের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তাদের উপকরণ খরচে ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে; ১০। দেশের যেসব অঞ্চলে পেঁয়াজ উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে (ফরিদপুর, পাবনা, নাটোর, রজিশাহী) সেসব অঞ্চলে কৃষকদের পেঁয়াজ উৎপাদনে এবং সংরক্ষণে উন্নত প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে; ১১। উচ্চ ফলনশীল পেঁয়াজের জাত উদ্ভাবনে সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর বরাদ্দ বাড়াতে হবে; এবং ১২। আমাদের দেশীয় উৎপাদন সক্ষমতা যাতে না বাড়ে, সে জন্য উৎপাদন মৌসুমে কম দামে প্রতিবেশী দেশ ভারতের বেশি পরিমাণ পেঁয়াজ রপ্তানির সুদূরপ্রসারী কৌশলকে মোকাবিলা করার সুষ্ঠু পরিকল্পনাও থাকতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারত নিজ দেশের ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রথমে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশে ভবিষ্যতে রপ্তানিতে প্রভাব পড়বে জেনেও পরবর্তী সময়ে রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ আমাদের দেশের সরকার বাজার তদারকির নামে স্বল্প মেয়াদে কিছু ব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত দাম কমে যাবে বলে যে কৌশল নিয়েছে, যাতে ভোক্তার ভোগান্তি কোনোভাবেই কমছে না; বরং দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমদানিমূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে এবং সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ের অভাবে ব্যবসায়ীরা অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো খড়্গ নেমে আসতে পারে, সে আশঙ্কায় সঙ্গত এখন আর তারা বেশি পরিমাণে আমদানি করার ঝুঁকি নেবেন না। এখন যেটা বেশি প্রয়োজন তা হলো সরকারি ব্যবস্থাপনায় দ্রুত পেঁয়াজ আমদানি করা এবং টিসিবির মাধ্যমে বাজারে বিক্রি করা। অন্যথায় পেঁয়াজের ঝাঁজ আর চোটপাট যা-ই বলি না কেন তা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে যা হবে অনাকাঙ্ক্ষিত। আশা করি সদাশয় সরকারের কার্যকরী মহল বিষয়টি ভেবে দেখবেন।